সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮ প্রকাশের জন্য তথ্য/উপাত্ত

১। **দপ্তর/সংস্থা/অনুবিভাগের পরিচিতি** :

নবম জাতীয় সংসদে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) পাশ করা হয়েছে। আইনটি প্রবর্তিত হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও লালনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে দেশের মূল স্রোতোধারার জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হয়েছে। এ আইন বলবৎ হবার সাথে সাথে ১৯৮৮ সালে কার্যক্রম শুরু করা এ প্রতিষ্ঠানটি 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান' নামে স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী পরিচিতি ছিল 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'।

২। **২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি** :

ক॥ সংস্কৃতি শাখার কার্যাবলি :

১) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১ মাস মেয়াদি মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খেয়াং, ম্রো ও ত্রিপুরা গড়াইয়া নৃত্যসহ মোট ১২টি নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্স, ৫টি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খেয়াং সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স, ২টি চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ কোর্স (শিশুদের জন্য) এবং ১টি কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৫৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ৩টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩) চার বছর মেয়াদি শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীত, নৃত্য (ছোট শিশুদের জন্য আলাদা শাখা) এবং যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষার ৩টি কোর্সে বিভিন্ন বর্ষের মোট ৯৭ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়।

৪) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০১৭, মহান বিজয় দিবস ২০১৭, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষে বর্ষবরণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭'এর বিজয়ীদের মোট ৮১০টি পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে মোট ১৬টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

৫) মারমা, ত্রিপুরা ও ম্রো প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে কর্মশালাভিত্তিক ৩টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয় এবং তাদের পরিবেশনায় যথাক্রমে মারমা নাটক : 'বোওয়া অতোওয়ক্ অক্রংনা' (জীবনের জন্য), ত্রিপুরা নাটক : 'আশাম আরং' (আশার আলো) ও ম্রো নাটক : 'অনাও' (ইচ্ছা) মঞ্চায়ন করা হয়।

৬) রোয়াংছড়ি উপজেলার ২ নং তারাছা ইউনিয়নের সাংকিং পাড়ায় 'শুভ সাংক্রাইং ও খুমীদের লোকসাংস্কৃতিক উৎসব' আয়োজন করা হয় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৭ ও পিঠা মেলা' আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৭ জন কৃতী ও বরেণ্য লোকশিল্পীকে আজীবন সম্মাননা ও ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

৭) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র 'ওয়াগ্যোয়াই উৎসব' অর্থাৎ প্রবারণা পূর্ণিমা বা আশ্বিনী পূর্ণিমা উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ও উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ, বান্দরবানের উদ্যোগে পুরাতন বোমাং রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে ফানুশ উড়ানো ও মহামঙ্গল রথযাত্রার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শতাধিক ফানুশ উড়ানো হয় এবং ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে তৈরি 'মাহা মাঙ্গালা রাথা' অর্থাৎ মহামঙ্গল রথের শুভযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৮) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন, ঢাকা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকায় আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, লুসাই, খেয়াং, খুমী, চাক, পাংখোয়া ও বাঙালি শিল্পীগণ অর্থাৎ বান্দরবান পার্বত্য জেলার ১২টি জাতিগোষ্ঠীর ১০৪ জন মেয়ে নৃত্য শিল্পীর দল মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করে এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক ডিসপ্লে পরিবেশন করে। শিল্পীদলটি ডিসপ্লেতে ৩য় স্থান অর্জন করে।

খ॥ <u>গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার কার্যাবলি</u> :

১) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার উদ্যোগে সাতটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ২ মাস মেয়াদি মারমা ভাষা শিক্ষার ৭টি কোর্স, ম্রো ভাষা শিক্ষার ৪টি কোর্স, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষার ১টি কোর্স, বম ভাষা শিক্ষার ২টি কোর্স, চাক ভাষা শিক্ষার ১টি কোর্স এবং ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষার ৩টি কোর্সে মোট ৫২০ জন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয় এবং তাদেরকে সনদ প্রদান করা হয়।

২) সাতটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে আয়োজিত 'মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০১৭'তে মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ত্রিপুরা ও খুমী ভাষায় বিজয়ী মোট ১৫৬ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও 'রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৭'তে স্কুল পর্যায়ে ৬ জন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৭ জন বিজয়ী প্রতিযোগী পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র অর্জন করে।

৩) শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'জৌ জনগোষ্ঠীর বর্ষবরণ উৎসব ও পূজা-পার্বণ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা এবং 'ত্রিপুরাদের মাইক্তা চাম পান্দা : জুমফসলভিত্তিক নবান্ন উৎসব ও প্রথাগত সামাজিকতা' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় মোট ১০০ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন।

গ॥ <u>গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কার্যাবলি</u> :

১) 'শেখ হাসিনার বারতা, নারী-পুরুষ সমতা' স্লোগানের ভিত্তিতে নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার উদ্যোগে খেয়াংদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স ১৮ জন খিয়াং নারী, চাকদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৮ জন চাক নারী, তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৮ জন তঞ্চঙ্গ্যা নারী, মারমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০ জন মারমা নারী এবং চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৮ জন চাকমা নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২) ইনস্টিটিউট জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়।

৩। **২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা** :

১) এক মাস মেয়াদি (৩০ কর্মদিবস) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য, কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ এবং চিত্রাঙ্কন (শিশুদের জন্য) শিক্ষাদানের ২০টি কোর্সে মোট ৫৪৮ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

২) সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক ৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৫০ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

৩) চার বছর মেয়াদি (শাস্ত্রীয়) কণ্ঠ সংগীত ও নৃত্য (ছোট শিশুদের জন্য আলাদা শাখা) এবং যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষা কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৯৮ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

৪) জাতীয় শোক দিবস ২০১৮, মহান বিজয় দিবস ২০১৮, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯, জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মবার্ষিকী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষে বর্ষবরণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ মোট ৯টি প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৮১০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে মোট ১৬টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

৫) শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে মোট ১০০ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসনের অংশগ্রহণে ২টি কর্মশালা আয়োজন করা এবং কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ অভিনয় শিল্পী তৈরি করে প্রশিক্ষণার্থীগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ৩টি নাটক ও থিয়েটার মঞ্চায়ন করা।

৬) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২২৫ জন লোকশিল্পীর অংশগ্রহণে ২টি লোকসাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন এবং ৩টি পিঠামেলায় মোট ৩০টি পিঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে গ্রামীণ ও লোকজ পিঠা তৈরির কৃষ্টি লালনে উৎসাহ প্রদান করা।

৭) ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান শিক্ষার ২ মাস মেয়াদি ১৮টি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষা ও বর্ণমালা সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান এবং অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মোট ৫২০ জন শিক্ষার্থী তৈরি করা।

৮) ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা আয়োজন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বাৎসরিক রচনা প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিভাবান লেখক ও সাহিত্যিক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা।

৯) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরির ২ মাস মেয়াদি ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৯৫ জন দক্ষ নারী তাঁতী তৈরি করা এবং তাদের নিজস্ব পোশাকের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্য ও প্রযুক্তি লালনে সহায়তা প্রদান করা।

১০) ইনস্টিটিউট জাদুঘরের জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

৪। **বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন বিষয়** : ---

৫। **বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য ছবি সংযুক্ত করতে হবে** :

বিঃ দ্রঃ - ই-মেইল মারফত মোট ২০(বিশ)টি ছবি প্রেরণ করা হলো।

উপসংহার : বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খেয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও আলোকিত পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার অভিলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রমকে অধিকতর জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও সেবাধর্মী করা হয়েছে।